২০

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 28 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

স্বপ্নাহারের ফতোয়াদানকারী মওলানা শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষক !

ধর্ষিত কিশোরী স্বপ্নাহারের সালিশে ফতোয়া দানকারী মওলানা ফজলুল হককে ১৯৯৪ সালের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষক নির্বাচিত করায় বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারা বলেছে, এক ফতোয়াবাজকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন করে নির্বাচক মণ্ডলী দেশের আইন ও সংবিধানের প্রতি অশ্রদ্ধাই প্রদর্শন করেছেন।

মহিলা আইনজীবী ফোরাম ফতোয়াবাজ মওলানা ফজলুল হককে প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা শিক্ষক পদক প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। তারা বলেছে, দেশের জনগণের জীবন যখন প্রতিনিয়ত ফতোয়াবাজদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে ঠিক সে সময় এ ধরনের পদক প্রদানের মাধ্যমে দেখিয়ে দেয়া হলো যে, এখনও ফতোয়াবাজ বা ধর্মের অপব্যাখ্যাকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালের জুলাই মাসে দেশের প্রায় সব দৈনিকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা থানার ধামসার গ্রামের কিশোরী স্বপ্নাহারের খবর প্রকাশিত হয়। গ্রামের জনৈক প্রভাবশালী কর্তৃক ধর্ষিত স্বপ্নাহার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। স্থানীয় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওঃ ফজলুল হক এ বিষয়ে গ্রাম্য সালিশীর আয়োজন করে ধর্ষণকারীকে শাস্তি না দিয়ে ধর্ষিতার বিরুদ্ধে একতরফা রায় দেয়। রায়ে ধর্ষিত স্বপ্নাহারের সন্তান প্রসবের ৪০ দিন পর অর্থাৎ ১২ জুলাই এক শ' টি দোররা মারার ফতোয়া দেয়া হয়। এ নিয়ে তখন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হলে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে। মেয়েটি দোররার হাত থেকে বেঁচে যায়। এ ঘটনার পর মওঃ ফজলুল হক অনুশোচনা না করে বরং প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে ও সাংবাদিকদের গালিগালাজ করে। খবর বিজ্ঞপ্তির।